FORB Learning Platform

# স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা – বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৮ নং অনুচ্ছেদে ধর্ম ও বিশ্বাসের পাশাপাশি চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতাকেও সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতারই অংশ।

বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অর্থ হচ্ছে আপনার জন্য অন্যথায় করণীয় কিন্তু আপনার বিবেক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংঘাতময় বলে কোনো কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানো।

যে সকল কাজ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার মানুষের আছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ, শপথ নেওয়া, রক্ত দেওয়া বা নেওয়া অথবা কোনো চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া। বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রের কথা জাতিসংঘের দলিলপত্রে উল্লেখ আছে, তা হল সামরিক বাহিনীতে যোগদান প্রত্যাখ্যান করা। তবে বাধ্যকর কোনো জাতিসংঘ চুক্তি বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এর উল্লেখ নেই। বরং তা জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি প্রদত্ত ২২নং সাধারণ মন্তব্যে উল্লেখ রয়েছে। এই সাধারণ মন্তব্যের মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৮ নং অনুচ্ছেদকে একটি রাষ্ট্র কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কমিটি এই মন্তব্যে ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, অনুচ্ছেদ ১৮ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে অসম্মতি জানানোর অধিকারকে সমর্থন করে , যদি কাউকে হত্যা করা ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের অধিকারের সাথে সাংঘাতিকভাবে বিরোধপূর্ণ হয়।

অনেক দেশ এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালনের বিকল্প উপায় এবং অব্যাহতির বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তারপরও এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস বা শান্তিবাদী বিশ্বাসের কারণে কেউ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে যিহোভা'স উইটনেস সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত বলা যেতে পারে। যেমন, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর কারণে ৩৮৯ জন যিহোভা'স উইটনেস অনুসারীকে কারাভোগ করতে হয়েছিল।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, যারা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্বিশেষে বেসামরিক বিকল্প সেবাদানের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া উচিত। সেই সাথে, যারা সামরিক সেবার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার এবং কীভাবে এই অধিকার দাবী করা যায় সেই তথ্য জানার সুযোগ থাকা উচিত। বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আগে বা পরে অসম্মতি জানানোর সুযোগ থাকা উচিত।

সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অসম্মতি ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার প্রায়শই জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত হয়। এগুলো মূলত স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত, যেমন ধাত্রী ও চিকিৎসকরা গর্ভপাত করানোর মত কাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিছু দেশে সমলিঙ্গের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। কখনো কখনো পাস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক বিভন্ন অধিকারের বিষয়ে জটিল প্রশ্নেরও উদ্ভব হয়ে থাকে, যেমন বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকারের সাথে যখন নারী অধিকার বা বৈষম্য-বিরোধী আইনের বিরোধ দেখা দেয়।

বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর এ ধরনের বিষয়ে এখনো আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট কোনো কাঠামো নেই। বস্তুত বিষয়টি খুবই বিতর্কিত।

এ প্রসঙ্গে সাধারণত নিম্নোক্ত তিন ধরনের বক্তব্য শোনা যায়:

কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার হচ্ছে আপনার ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ ও পালনের নিরঙ্কুশ অধিকারেরই একটি অংশ, যা কখনোই নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নিজ বিবেককে অনুসরণ করার পরিণাম

কখনো কোনো শাস্তিভোগ হতে পারে না। সর্বোপরি, একই সাথে একজনের পক্ষে শান্তিবাদী এবং সৈনিক হওয়াটা অসম্ভব। কাজেই শান্তিবাদী একজন মানুষকে জোর করে সৈনিক হতে বাধ্য করলে তার ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ ও পালনের নিরঙ্কুশ অধিকার লংঘিত হয়।

অনেকে বলেন, এটি নিরঙ্কুশ অধিকার বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। তারা যুক্তি দেখান যে, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তি, কারাবন্দী এবং অন্যান্যরা যাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো পছন্দ/মতামত নেই, তাদেরকে কখনোই জোর করে তাদের বিবেকের লংঘন করার জন্য বাধ্য করানো উচিত নয়। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় কোনো চাকরীর জন্য আবেদন করে এবং চাইলেই চাকরি ছেড়ে দিতে পারে, তারা এটা প্রত্যাশা করতে পারে না যে, তাদের নিয়োগকর্তা তাদের বিবেকের সাথে মানিয়ে নেবেন। অন্যভাবে বললে, বিবেক অনুসরণ করে কোনো কাজ করলে সেটার জন্য কিছুটা মূল্য দিতে হতে পারে।

আবার অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন, বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানো একটি কাজ এবং সে কারণে এটি আপনার বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশ। এই প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র অন্যের স্বাধীনতার সুরক্ষা, জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বা নৈতিকতার প্রয়োজনে। সামারিক বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতির প্রসঙ্গ আসলে এটি বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয় নিরাপত্তা কখনো মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার বৈধ ভিত্তি হতে পারে না।

এই মতামতগুলোর মধ্যে কোনটি যথার্থ সে বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

সার কথা হচ্ছে, এই ভিডিওতে আমরা বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার সম্পর্কে জানলাম। বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর মানে হল সাধারণভাবে আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশিত এমন কোনো কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করা। সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অসম্মতি জানানোর অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে। অনেক দেশ এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশ বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর জন্য কারাদণ্ড প্রদান করে। বিবেকের প্রশ্নে আরও বিভিন্ন ধরনের অসম্মতিকে অনেক রাষ্ট্র জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়। তবে এই অধিকারগুলো বিতর্কিত এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন এখনো পুরোপুরি বিকশিত হয়নি।

এই ওয়েবসাইটের প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ থেকে বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার এবং এ সম্পর্কিত মানবাধিকার দলিলসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮